[২০২০] ১ এস. সি. আর. ৭৯৪

এম.ই. শিবলিঙ্গমূর্তি

বনাম

সেন্ট্রাল বুরু অফ ইনভেস্টিগেশন, বেঙ্গালুরু

(২০১৭ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৯৫৭)

০৭ই জানুয়ারী, ২০২০

[সঞ্জয় কিষাণ কৌল এবং কে. এম. জোসেফ, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩- ধারা ২২৭-অব্যাহতি-একটি অংশীদারিত্ব সংস্থা 'এএমসি' ছিল, প্রথম অভিযুক্ত এবং দ্বিতীয় অভিযুক্ত ২০০৯ সালে ফার্মের অংশীদার হয়-আপিলকারীকে তৃতীয় অভিযুক্ত হিসাবে সাজানো হয়-অভিযোগপত্রে প্রথম অভিযুক্ত এবং দ্বিতীয় অভিযুক্তের মধ্যে ষড়যন্ত্রের একটি উল্লেখ ছিল-আপিলকারী প্রাসঙ্গিক সময়ে রাজ্যের খনি ও ভূতত্ত্বের পরিচালক ছিলেন-অভিযোগ করা হয়েছিল যে আপিলকারী ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অনুসরণে কাজ করেছিলেন এবং সরকারকে প্রতারণা করার জন্য অসৎ ও প্রতারণামূলক অভিপ্রায় নিয়ে তাঁর সরকারী পদের অপব্যবহার করেছিলেন এবং জেনেশুনে ফাইলটিতে একটি মিথ্যা নোট তৈরি করেছিলেন যে তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, ফার্মের নতুন অংশীদারদের কাছে খনিজ প্রেরণ অনুমতি (এমডিপি) জারি করার বিষয়ে, অর্থাৎ প্রথম অভিযুক্ত এবং দ্বিতীয় অভিযুক্ত, উপ-পরিচালক (আইনী) এবং উপ-পরিচালককে নির্দেশ দিয়েছিলেন-অভিযোগপত্রে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তৃতীয় অভিযুক্ত (আপিলকারী) সহ অভিযুক্তদের কাজগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ, ৪২০, ৩৭৯, ৪০৯, ৪৪৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ এর ১৩ (২), ১৩ (১) (গ) এবং ১৩ (১) (ঘ) ধারা অনুসারে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত - অব্যাহতি চেয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৭ ধারা অনুসারে আবেদন করা হয়েছিল - বিচারিক আদালত দ্বিতীয় অভিযুক্ত এবং আপিলকারীকে অব্যাহতি দিয়েছে - হাইকোর্ট এই আদেশ বাতিল করেছে - আপিলে, স্থির করা হয়েছে: রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি মূলত উপ-পরিচালক আইনের বক্তব্যের উপর নির্ভরশীল ছিল যিনি একটি স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছিলেন যে আপিলকারী তার কাছ থেকে কোনও মতামত চাওয়া হয়নি - একটি বিষয়, যার অধীনে। অতএব, বিধির ৩৭ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপক্ষের মামলা, যা পূর্ব অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে যাওয়া উচিত ছিল, আপিলকারী কর্তৃক খনি পরিচালক হিসেবে তা মোকাবেলা করা হয়েছিল - এর ফলে এমডিপির বিষয়টি তৈরি হয় - যদি আপিলকারীর আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়টি খতিয়ে দেখা না যায়, যার মধ্যে ছিল অতীতে ফার্ম পুনর্গঠনের সময় প্রাপ্তির প্রথা এবং আপিলকারীর বক্তব্য যা তিনি প্রকৃতপক্ষে উপ-পরিচালক (আইনি) এর সাথে কথা বলেছিলেন এবং তার পরামর্শ অনুসারে কাজ করেছিলেন এবং আরও বলেন যে উপ-পরিচালক আইনগতকে তার উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে এই সত্যটি

প্রতিষ্ঠিত হবে, তবে এগুলি এমন বিষয় বলে মনে হবে যা আপিলকারীর কাছে আদালতের সামনে চাপ দেওয়ার জন্য উপলব্ধ নাও হতে পারে ফৌজদারি কার্যবিধি (সি.আর.পি.সি) এর ২২৭ ধারা অনুযায়ী আবেদন বিবেচনা করে -ফলস্বরূপ, আপিলটি খারিজ করা হলো- খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭-খনিজ ছাড় বিধি, ১৯৬০-বিধি ৩৭।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-ধারা ২২৭-- এর অধীনে এখতিয়ারের রূপরেখা - স্থির করা হয়েছে: প্রতিষ্ঠিত নীতি হল মৌখিক বিবৃতি এবং প্রামাণ্য উপাদান উভয়ই আকারে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত উপকরণ গ্রহণ করা এবং জেরা এবং রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে অনুমান করা সমস্ত কিছু ছাড়াই তার উপর কাজ করা। যদি এমন একটি পরিস্থিতি দেখা দেয় যেখানে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসারে কোনও অপরাধ প্রমাণিত না হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটি অভিযুক্তের পক্ষে সুবিধাজনক হবে যার ফলে বিচার আদালত অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেবে - আত্মপক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে উপাদানের উপর নির্ভর করা এবং আদালতকে তাকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য রাজি করা অভিযুক্তের পক্ষে উন্মুক্ত নয়।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ২২৭ – অব্যাহতি - অভিযুক্তের অব্যাহতি চাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা - স্থির করা হয়েছে: অভিযুক্ত যখন ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৭ ধারা (জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বনাম সুদর্শন চক্কর এবং আরেকজন) ধারা অনুসারে অব্যাহতি চায় তখন অভিযুক্তের প্রতিরক্ষা বিবেচনা করা হবে না - ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৭ ধারায় ব্যবহৃত "মামলার নথি" শব্দটিকে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত নথি এবং ধারা, যদি থাকে, হিসাবে বোঝা উচিত - অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে অভিযুক্তকে কোনও নথি উপস্থাপনের অধিকার কোড দেয় না - অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে, অভিযুক্তের দাখিল পুলিশ কর্তৃক উপস্থাপিত উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে (উড়িষ্যা রাজ্য বনাম দেবেন্দ্র নাথ পাধি)।

আপিল খারিজ করে, আদালত

আদেশ: ১)অভিযুক্ত যখন ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ২২৭ (জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বনাম সুদর্শন চক্কর এবং অন্য একটি) এর অধীনে খালাস পেতে চান, তখন অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থন বিবেচনা করা হবে না। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ২২৭-এ ব্যবহৃত "মামলার নথি" শব্দটিকে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত নথি এবং নিবন্ধ, যদি থাকে, হিসাবে বোঝাতে হবে। অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে অভিযুক্তকে কোনও নথি উপস্থাপনের অধিকার কোড দেয় না।

অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে, অভিযুক্তের দাখিল কেবলমাত্র পুলিশ কর্তৃক উত্পাদিত তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে (উড়িষ্যা রাজ্য বনাম দেবেন্দ্র নাথ পাধি)। [অনুচ্ছেদ ১৫] [৮০৫-ডি-ই]

২)এখানেই আবার সি.আর.পি.সি.-এর ধারা ২২৭-এর অধীনে এখতিয়ারের রূপরেখা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠিত নীতিটি হল মৌখিক বিবৃতি এবং ডকুমেন্টারি উপাদান উভয় আকারে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা উপস্থাপিত উপকরণগুলি গ্রহণ করা, এবং এটি জেরা এবং রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে ধরে নেওয়া সমস্ত কিছুর মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদের শিকার না হয়ে এটির উপর কাজ করা, যদি এমন কোনও পরিস্থিতি দেখা দেয় যেখানে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করা হয় না, তবে এটি নিঃসন্দেহে অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার জন্য বিচার আদলতকে ওয়ারেন্ট করা অভিযুক্তের সুবিধার জন্য নিশ্চিত করবে। [অনুচ্ছেদ ২৫] [অনুচ্ছেদ ৮১০-এ-বি]

৩) অভিযুক্তের পক্ষে প্রতিরক্ষার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করা এবং আদালতকে তাকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করা উন্মুক্ত নয়, [অনুচ্ছেদ ২৬] |৮১০-সি]

৪)এই ক্ষেত্রে, যেমনটি ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে, আপিলকারীর কার্যালয়ে কর্মরত অধস্তনদের দেওয়া বিবৃতি অনুসারে, এএমসি-র পূর্ববর্তী অংশীদারদের তারিখ ২৬.১২.২০০৯-এর চিঠি পাওয়ার পরে, অতিরিক্ত পরিচালক সহ তাঁর দুই অধস্তন, সুপারিশ করেছিলেন যে এই বিষয়ে একটি আইনি মতামত প্রয়োজন। আপিলকারীর দ্বারা করা নোটিং, যা এই ক্ষেত্রে অবিসংবাদিত, ইঙ্গিত করে বলে মনে হবে যে তিনি উপ-পরিচালকের (আইনী) সাথে কথা বলেছেন। রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি মূলত উপ-পরিচালকের (আইনী) বিবৃতির উপর নির্ভর করে, যিনি একটি নির্দিষ্ট অবস্থান নেন যে তাঁর কাছ থেকে কোনও মতামত চাওয়া হয়নি।অতএব, আইনের ৩৭ নং বিধির অধীনে একটি বিষয়, যা পূর্ব অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে যাওয়া উচিত ছিল, খনি পরিচালক হিসাবে আপিলকারীর দ্বারা মোকাবিলা করা হয়েছিল। এর ফলে এম. ডি. পি-র সমস্যা দেখা দেয়। নিঃসন্দেহে, এটা সত্য যে আপিলকারীর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযুক্ত, বিশেষ করে পঞ্চম অভিযুক্ত এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা বিভিন্ন কাজ এবং ভুলের সাথে যুক্ত করার মতো অন্য কোনও উপাদান নাও থাকতে পারে। তবে, বাস্তবতা হলো, যদি আপিলকারীর আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়টি খতিয়ে না দেখা হয়, যার মধ্যে ফার্ম পুনর্গঠনের সময় অতীতে প্রাপ্ত অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং আপিলকারীর বক্তব্য যে তিনি প্রকৃতপক্ষে

উপ-পরিচালক (আইনগত) এর সাথে কথা বলেছিলেন এবং তার পরামর্শ অনুসারে কাজ করেছিলেন এবং আরও বলেন যে উপ-পরিচালক (আইনগত) কে তার উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হবে, তাহলে এগুলি এমন বিষয় বলে মনে হবে যা আপিলকারীর কাছে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ২২৭ এর অধীনে আবেদন বিবেচনা করে আদালতে চাপ দেওয়ার জন্য উপলব্ধ নাও হতে পারে। [অনুচ্ছেদ ২৯] [৮১০-এফ-এইচ; ৮১১-এ-বি]

শ্রী রামকৃষ্ণ মাইনিং কোম্পানি বনাম আয়কর কমিশনার, মহীশূর (১৯৬৬) এস. সি. সি অনলাইন কার ৭৩; জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বনাম সুদর্শন চক্কর এবং আরেকজন এ. আই. আর ১৯৯৫ এস. সি ১৯৫৪; ওড়িশা রাজ্য বনাম দেবেন্দ্র নাথ পাধি এ. আই. আর ২০০৫ এস. সি ৩৫৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

পি. বিজয়ন বনাম কেরালা রাজ্য এবং আরেকজন (২০১০) ২ এস. সি. সি ৩৯৮-এর উপর নির্ভরশীল।

<u>মামলা প্রসঙ্গঃ</u>

(২০১০) ২ এস. সি. সি ৩৯৮	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৪
এ.আই.আর ১৯৯৫ এস. সি ১৯৫৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৫
এ.আই.আর ২০০৫ এস. সি ৩৫৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৫

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৭ সালের ৯৫৭ নং ফৌজদারি আপিল।

২০১৬ সালের ৮৩৮ নং ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার পিটিশনে বেঙ্গালুরুতে কর্ণাটক হাইকোর্টের ০৭.১১.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

কপিল সিবাল, প্রবীণ আইনজীবী., এস. উদয় কুমার সাগর, শ্রীমতী বিনা মাধবন, এল. এম. চিদানন্দাইয়া, শ্রীমতী আকাঙ্ক্ষা মেহরা, শ্রীমতী বসুধা সিং, মেসার্স, আইনজীবী এস নিট অ্যান্ড কোং, অক্ষয় অমৃতাংশু, শেখর ব্যাস, অরবিন্দ কুমার শর্মা, শ্রীমতী নিথিয়া রাও, মুকেশ কুমার মারোরিয়া, পরমাত্মা সিং, মায়াঙ্ক জৈন, মধুর জৈন, শ্রীমতী আকৃতি ধাওয়ান, শ্রীমতী নিষ্ঠা সিং, আইনজীবীরা. উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন

কে. এম. জোসেফ, বিচারপতি

১) আপিলটি হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশিত হয়, যা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করে আপিলকারীর দায়ের করা আবেদনটিকে তাকে অব্যাহতি দেওয়ার অনুমতি দেয়।

২)অভিযোগপত্রটি দাখিল করা হয় ০১.১০.২০১১ তারিখের একটি এফআইআরের ভিত্তিতে। আপিলকারী সংশ্লিষ্ট সময়ে কর্ণাটক রাজ্যের খনি ও ভূতত্ত্বের পরিচালক ছিলেন। মিস অ্যাসোসিয়েটেড মিনারেল কোম্পানি ('এএমসি', সংক্ষেপে) নামে একটি অংশীদারিত্ব সংস্থা ছিল। অপরাধগুলি উক্ত ফার্মের বিষয়গুলিকে ঘিরে আবর্তিত বলে অভিযোগ করা হয়। প্রথম অভিযুক্ত দ্বিতীয় অভিযুক্তের স্বামী। তারা ২০০৯ সালে ফার্মের (এএমসি) অংশীদার হয়ে ওঠে। আপিলকারীকে তৃতীয় অভিযুক্ত হিসাবে সাজানো হয়েছিল। অভিযোগপত্রে প্রথম অভিযুক্ত এবং দ্বিতীয় অভিযুক্তের মধ্যে ষড়যন্ত্রের উল্লেখ ছিল। অভিযোগ করা হয়েছে যে, তারা শ্রী কে.এম. বিশ্বনাথ, প্রাক্তন অংশীদার, যিনি ০১.০৮.২০০৯ তারিখ থেকে অবসর গ্রহণের পর, ফার্ম থেকে তারিখবিহীন একটি চিঠি পেয়েছে। এই চিঠিতে আপিলকারীকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল, কর্ণাটকের হসপেটের খনি ও ভূতত্ত্ব বিভাগের উপ-পরিচালককে নতুন অংশীদারদের, অর্থাৎ প্রথম অভিযুক্ত এবং দ্বিতীয় অভিযুক্তদের জন্য খনিজ প্রেরণের অনুমতি (সংক্ষেপে 'এমডিপি') জারি করার নির্দেশ চেয়ে। আরও বলা হয়েছে যে, তদন্তে জানা গেছে যে আপিলকারী উক্ত চিঠিটি কেস ওয়ার্কারের কাছে চিহ্নিত করেছিলেন, যিনি বিষয়টি আইনি মতামতের জন্য প্রেরণের জন্য নোটটি লিখেছিলেন, যা অতিরিক্ত পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত এবং সুপারিশ করা হয়েছিল এবং আদেশের জন্য আপিলকারীর কাছে পাঠানো হয়েছিল।আপীলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র অনুসরণ করে কাজ করেছেন এবং কর্ণাটক সরকারকে প্রতারিত করার জন্য অসৎ ও প্রতারণামূলক অভিপ্রায় নিয়ে তাঁর সরকারী পদের অপব্যবহার করেছেন এবং জেনেশুনে ফাইলে একটি মিথ্যা নোট করেছেন যে তিনি এই বিষয়টি উপ-পরিচালক (আইন)-এর সাথে আলোচনা করেছেন এবং উপ-পরিচালক, খনি ও ভূতত্ত্ব, হসপেটকে নতুন অংশীদারদের এমডিপি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন, প্রথম অভিযুক্ত এবং দ্বিতীয় অভিযুক্ত খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭ (সংক্ষেপে 'আইন' হিসাবে উল্লিখিত) এবং খনিজ ছাড় বিধি, ১৯৬০ (সংক্ষেপে 'বিধি' হিসাবে উল্লিখিত) লঙ্ঘন করে। অন্যান্য অভিযুক্তদের সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।আপিলকারীর ক্ষেত্রে, অভিযোগপত্রে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, তৃতীয় অভিযুক্ত (আপিলকারী) সহ সাতজন অভিযুক্তের কাজ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬০ ধারার ১২০খ, ৪২০, ৩৭৯, ৪০৯, ৪৪৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭এ (এরপর থেকে সংক্ষেপে 'আইপিসি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ এর ধারা ১৩(২) এবং ১৩(১)(গ) এবং ১৩(১)(ঘ) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ। নিঃসন্দেহে, এই তদন্তের উৎস এই আদালত কর্তৃক ২০১০ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (ফৌজদারি) নং ৭৩৬৬-৭৩৬৭-এ প্রদত্ত ২৯.০৩.২০১১ তারিখের একটি আদেশ এবং খনির ইজারা নং মামলার অবৈধতার তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি থেকে। এ.এম.সি এর ২৪৩৪।

অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে অভিযুক্তরা সরকারি সম্পত্তি, অর্থাৎ খনিজ আকরিক চুরির ষড়যন্ত্র করেছিলেন বলে অভিযোগ। তারা বেল্লারী জেলার বন এলাকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে অনধিকার প্রবেশ করেছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছেঃ অবৈধ খনন চালিয়েছিল এবং এটি পরিবহন করেছিল। যদিও দ্বিতীয় অভিযুক্ত (এ২) থেকে সপ্তম অভিযুক্ত (এ৭) ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির (এখন থেকে সংক্ষেপে 'সি.আর.পি.সি.' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) ধারা ২২৭ এর অধীনে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন, তবুও ৮.১০.২০১৫ তারিখের আদেশে বিচারিক আদালত দ্বিতীয় অভিযুক্ত এবং আপিলকারীকে অব্যাহতি দেয়। হাইকোর্ট কর্তৃক আপত্তিকর আদেশের মাধ্যমে এই আদেশটি বাতিল করা হয়েছে।

আপিলকারীর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আবেদন

৩) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটি নিম্নরূপঃ

আপিলকারী একজন সরকারি কর্মচারী হিসাবে তাঁর সততা এবং মর্যাদার জন্য পরিচিত। তিনি যেখানেই নিযুক্ত ছিলেন সেখানে তিনি একজন দুর্দান্ত এবং সৎ কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর নাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় তাঁকে একটিও নিবন্ধ জারি করা হয়নি। যদিও, তিনি কর্ণাটক রাজ্য সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসাবে শুরু করেছিলেন, তিনি ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবার (আইএএস) ক্যাডারে পদোন্নতি পেয়েছিলেন কারণ তাঁর নিখুঁত পরিষেবা নথিভুক্ত ছিল, তাঁর পরিষেবা নথিভুক্তের কথা বিবেচনা করে তাঁকে ভূতত্ত্বের খনি পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। আইনের ধারা ২৬ (২) এর অধীনে প্রতিনিধিদলের ভিত্তিতে, লিজ চুক্তির কার্যকরকরণ খনি ও ভূতত্ত্ব পরিচালকের হাতে রয়েছে।১৯৬৬ সালে এ. এম. সি-কে রাজ্য থেকে মাইনিং লিজ দেওয়া হয়। নতুন অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত করে এবং পুরনো অংশীদারদের অবসর দিয়ে ফার্মটি বেশ কয়েকবার পুনর্গঠন করা হয়। যখনই ফার্মটির পুনর্গঠন হয়, তখন ফার্মটি পুনর্গঠনের বিষয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগকে অবহিত করে এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত অংশীদারদের দ্বারা এ. এম. সি-র নামে খনির কাজ পরিচালনা করে। যদিও, বেশ কয়েকটি পুনর্গঠন হয়েছে, তবে লিজ হস্তান্তরের জন্য বিধি ৩৭-এর অধীনে কোনও আবেদন দায়ের করা হয়নি এই ভিত্তিতে যে সম্পদ, অর্থাৎ মাইনিং লিজ কোনও পৃথক অংশীদারের নয়।অতএব, খনির লিজ হস্তান্তরের জন্য বিধি ৩৭-এর অধীনে আবেদন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আদালতের সামনে আধিকারিকের দ্বারা উপস্থাপিত নথি থেকে জানা যায় যে বিভাগ বুঝতে পেরেছে যে পুনর্গঠন, হস্তান্তরের সমান নয় কারণ অংশীদারিত্ব সম্পদের মালিক, অর্থাৎ খনির লিজ। প্রথম এবং দ্বিতীয় অভিযুক্তকে অন্তর্ভুক্ত করার পরে, পুনর্গঠিত সংস্থাটি দুই নতুন অংশীদারকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা জানিয়ে এমডিপি চেয়ে উপ-পরিচালকের কাছে আবেদন করে। আবেদনটি এমডিপি জারি করার জন্য পরিচালকের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

উপ-পরিচালকের কাছে এমডিপি চাওয়ার জন্য দায়ের করা আবেদনের পাশাপাশি, ফার্মের প্রতিনিধিত্বকারী প্রাক্তন অংশীদার শ্রী কে.এম. বিশ্বনাথ পরিচালকের কাছে আবেদন করেন এবং রেকর্ডে উল্লেখ করেন যে প্রথম এবং দ্বিতীয় অভিযুক্তকে অন্তর্ভুক্ত করে ফার্মটি পুনর্গঠিত করা হয়েছে এবং তদনুসারে, বিধির ৬২ নম্বর বিধি অনুসারে অবহিত করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, বিভাগের আবেদন পাওয়ার পরে, ফাইলটি মাইনিং লিজ বিভাগে প্রক্রিয়া করতে হবে। খনি ও ভূতত্ত্ব বিভাগে আবেদনগুলি বিবেচনা করার সময় একটি বিস্তৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বিভাগ আধিকারিক প্রাথমিকভাবে ফাইলটি পরীক্ষা করেন। আবেদনের উপর একটি বিস্তারিত নোট প্রস্তুত করা হয়।ফাইলটি নোটশিট সহ মাইনিং লিজেস বিভাগের সুপারিনটেনডেন্টের কাছে পাঠানো হয়, যিনি একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, যিনি নোটশিটটি পরীক্ষা করেন এবং অতিরিক্ত ডিরেক্টরের সামনে তা পেশ করেন। অতিরিক্ত ডিরেক্টর, যিনি বিভাগের সবচেয়ে প্রবীণ বিভাগীয় অফিসার, পুরো ফাইলটি পরীক্ষা করেন এবং ডিরেক্টরের সামনে ফাইলটি রাখেন। তিনি প্রযোজ্য আইন বিবেচনা করে একটি আদেশ পাস করেন। যদি এটি এখতিয়ারের মধ্যে থাকে, তবে তিনি আবেদনটি নিষ্পত্তি করেন। যদি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আদেশ প্রয়োজন হয়, তবে এটি মন্তব্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়। ডিরেক্টর প্রতিনিধি এবং আইনের ধারা ২৬ (২) এর ভিত্তিতে লিজ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

৪)আপিলকারী দেখতে পান যে, ফার্মটি ১৯৬৬ সালে শ্রী জালি মহাদেবপ্পা এবং শ্রী জালি মল্লিকার্জুন দ্বারা গঠিত হয়েছিল এবং অংশীদারিত্ব আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি ফার্ম হিসেবে এএমসির নামে ইজারা নেওয়া হয়েছিল। নথি অনুসারে, ইজারাটি ফার্মের সম্পদ। শ্রী জে. মল্লিকার্জুনের অবসর গ্রহণের কারণে শ্রী এল. লিঙ্গারাজুকে অংশীদারদের একজন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে ৩০.০৬.১৯৮৩ তারিখে ফার্মটি, অর্থাৎ এএমসি পুনর্গঠিত হয়। ১৩.০২.১৯৮৪ তারিখে, ফার্মটি পুনরায় পুনর্গঠিত হয় যেখানে শ্রী বি. আনন্দ অংশীদার হিসেবে যোগদান করেন এবং শ্রী জে. লিঙ্গারাজু অবসর গ্রহণ করেন। ১৩.০২.১৯৮২ তারিখে, শ্রীমতী বি. বসন্তী ফার্ম থেকে অবসরপ্রাপ্ত শ্রী জে. বামদেবপ্পার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৩.০৬.১৯৮৬ তারিখে, শ্রী বি. বাসুদেব অংশীদার হিসেবে ফার্মে প্রবেশ করেন এবং শ্রীমতী বি. বসন্তী ফার্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১০.০৬.১৯৯০ তারিখের অংশীদারিত্বের দলিল অনুসারে, শ্রী মোহাম্মদ কাসিম ফার্মে যোগদান করেন এবং শ্রী বি. আনন্দ ফার্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। আবার, শ্রীমতী আশা মোহাম্মদ হারুন অবসরপ্রাপ্ত শ্রী বি. বাসুদেবের স্থলে অংশীদার হিসেবে যোগদান করেন। আবার, শ্রী কে.এম. প্রভু এবং শ্রীমতী পার্বথাম্মাকে অন্তর্ভুক্ত করে এএমসি পুনর্গঠিত হয়। শ্রীমতী সুজাতা প্রভু এবং শ্রী কে.এম. সুজনকে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে আরও পুনর্গঠন করা হয়। অবশেষে, ০১.০৯.২০০৯ তারিখে, প্রথম অভিযুক্ত এবং দ্বিতীয় অভিযুক্তকে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৮১ সাল থেকে, বেশ কয়েকবার, ফার্মটি পুনর্গঠিত হয় এবং বিধির ৩৭ নম্বর বিধির অধীনে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন দাখিল করা হয়নি। অংশীদাররা পুনর্গঠনের বিষয়ে ফার্ম নিবন্ধনের কাছে ফর্ম V দাখিল করে।

বিধি ৩৭-এর অধীনে কখনই এই ভিত্তিতে কোনও আবেদন করা হয়নি যে সংস্থাটি খনি ইজারা দেওয়ার মালিক। বিধি ৬২-এর অধীনে কেবল বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। কেস ওয়ার্কার-সিডব্লিউ ২৪ আইনি মতামত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন যা নোটশিটের সাথে রাখা হয়েছিল। বিধি ৩৭-এর প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে কোনও নোট দেওয়া হয়নি। যদি এই বিধির প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে কোনও পরামর্শ থাকত, তবে আপিলকারী যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতেন। উপলব্ধ নজিরটিও নির্ভরশীল ছিল। নেওয়া সিদ্ধান্তটি একটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল।আইনি মতামত নেওয়ার পরামর্শটি অতিরিক্ত অধিকর্তা দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল যা আদালতে ডি-৭৬৫, নোটশিট প্রদর্শন হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। ফাইলটি পরীক্ষা করার সময়, এটি আপিলকারীর নজরে আনা হয়েছিল যে বিধি ৩৭ প্রযোজ্য নয়। সহকারী পরিচালক, হসপেটকে একটি যোগাযোগ পাঠানো হয়েছিল যে অনুমতিগুলি এএমসি-কে জারি করতে হবে তবে অংশীদারদের নামে নয়।আপিলকারী আরও বলেন যে, ফাইলটি পাওয়ার পর তিনি ডেপুটি ডিরেক্টর (আইন)-এর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন, যিনি জানান যে, নতুন অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত করে ফার্মটির পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং অংশীদারদের নামে নয়, বরং কোম্পানির নামে পারমিট জারি করা যেতে পারে, যা পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত ডেপুটি ডিরেক্টর (আইন) প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি আইনের ২৭ ধারার সমর্থন চেয়েছিলেন যা আইনের অধীনে সৎ বিশ্বাসে করা কাজগুলিকে রক্ষা করে। তিনি উল্লেখ করেন যে, তদন্তের সময় তিনি সরকারের কাছে লিজ দেওয়া বিভিন্ন সংস্থার বিবরণ দিয়েছিলেন, যারা ৩৭ নং বিধির অধীনে অনুমতি পায়নি।বিধি ৬২-এর অধীনে পুনর্গঠনের নির্দেশ দিয়ে এমডিপি প্রাপ্তির জন্য ধারাবাহিকভাবে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল তা নজরে আনা হয়েছিল। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে বিধি ৩৭-এর বোঝার উপর ভিত্তি করে এবং পূর্ববর্তী নজিরগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সত্যিকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রতারণা হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। আপিলকারীর মতে, অভিযোগ পত্র এবং অভিযোগগুলি পড়া মূলত ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসির) ৪২০ ধারাকে ঘিরে রয়েছে।

৫)অভিযোগের সমর্থনে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা সিডব্লিউ৭, সিডব্লিউ২১, সিডব্লিউ২৪, সিডব্লিউ২৬, সিডব্লিউ২০২ এবং সিডব্লিউ১০৯-এর বিবৃতি তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। আপিলকারী সাক্ষীদের বিবৃতি নির্দেশ করেছেন এবং উপস্থাপিত নথিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে অভিযোগ গঠনের জন্য কোনও উপাদান খুব কম প্রাথমিক উপাদান নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা পাস করা আদেশ

৬) আদালত আপিলকারীর জমা দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছে যে এএমসি বেশ কয়েকবার পুনর্গঠন করা হয়েছে।পুনর্গঠন গ্রহণে কোনও দোষ পাওয়া যায়নি।

শুধুমাত্র যখন ২০০৯ সালে প্রথম এবং দ্বিতীয় অভিযুক্ত অংশীদার হয়, তখন আপিলকারীকে দোষারোপ করা হয়। শ্রী রামকৃষ্ণ মাইনিং কোম্পানি বনাম আয়কর কমিশনার, মহীশূর[১] 'মামলায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর রিলায়েন্সকে রাখা হয়েছে। এরপরে, ভারতীয় স্ট্যাম্প আইন, ১৮৯৯-এর অধীনে যে সিদ্ধান্তগুলি দেওয়া হয়েছিল তার উপর নির্ভরশীলতা রাখা হয় এই প্রস্তাবের জন্য যে কোনও সংস্থার সম্পদের বণ্টনের প্রমাণ, কোনও অংশীদারকে ভেঙে দেওয়া বা অবসর নেওয়ার বিষয়ে কোনও দলিল হস্তান্তরের সমান হবে না। ধারা ২২৭ এবং ২২৮-এর অধীনে অব্যাহতি সম্পর্কিত নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল এবং অবশেষে, এটি নিম্নরূপ স্থির করা হয়েছেঃ

"৪১)উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এটা স্পষ্ট যে অভিযুক্ত নং ১ এবং ২-এর অন্তর্গত মেসার্স অ্যাসোসিয়েটেড মাইনিং কোম্পানিকে এমওপি জারি করার জন্য তার অধস্তনদের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে এ-৩-এর কাজ তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি দায়বদ্ধতা আরোপ করার সমান নয়। সি.ডাব্লিউএস ৭, ২১, ২৪, ২৬, ১০৯ এবং ২০২-এর বিবৃতিতে, এমন কোনও উপাদান নেই যা প্রমাণ করে যে এ-৩ অভিযুক্ত নং ১ এবং ২-কে তার কর্মকর্তাদের খনিজ প্রেরণ পারমিট জারি করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য ফৌজদারি ষড়যন্ত্র করেছে এবং তাই অভিযুক্ত নং ৩-এর বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতে যথেষ্ট শক্তি রয়েছে এবং আমি বিজ্ঞ বিশেষ পাবলিক রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি গ্রহণ করতে অক্ষম। অতএব, আমি আই.এ.নং ৩০-এর উত্তর দিচ্ছি অনুমোদিত হওয়ার যোগ্য। আমি উত্তর দিচ্ছি।"

হাইকোর্টের ফলাফল

৭)প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিগুলি লক্ষ্য করার পরে, আদালত নোট করে যে আইপিসির ১২০খ ধারার অধীনে শাস্তি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপক্ষকে ষড়যন্ত্র প্রমাণ করতে হবে। চুক্তিটি, যা অবৈধ, প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে। এটি মূলত ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা অবৈধ কাজ বা বাদ দেওয়ার অনুমান থেকে প্রমাণিত হতে হবে। রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা সংগৃহীত অপরাধমূলক প্রমাণ, এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, অফিসটি উল্লেখ করা সত্ত্বেও আপিলকারী আইনের গুরুতর লঙ্ঘন করে এমডিপি জারি করার সুপারিশ করেছিলেন যে বিষয়টি আইনি মতামতের প্রয়োজন ছিল। আপিলকারীর অবস্থান যে তিনি আইন বিভাগের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তা সিডব্লিউ ২১ দ্বারা নেতিবাচক বলে মনে করা হয়।তাঁর এই যুক্তি সম্পর্কে যে অনেক সময়ে এএমসি পুনর্গঠন করা হয়েছিল এবং এমডিপির বিষয়টি পরিচালনা করার আগে তিনি সত্যিই সিডব্লিউ ২১-এর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, এটি প্রতিরক্ষার বিষয় বলে মনে করা হয়েছিল যা দ্বারপ্রান্তে চাপ দেওয়া যায় না।

১)১৯৬৬ এস. সি. সি অনলাইন কার ৭৩/আই. এল. আর ১৯৬৬ মাইস. ১৯৪৫

৮) আমরা নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি লক্ষ্য করিঃ

১২)(কিছু/নিছক সন্দেহ-গুরুতর সন্দেহঃ যেমন দিলওয়ার বালু কুরানের মামলা (উপরে) এবং ভারত সরকার-বনাম-প্রফুল্ল কুমার সামাই এবং এ. আই. আর ১৯৭৯ এস. সি ৩৬৬-এ প্রতিবেদন করা অন্য একটি সূত্র, উত্তরদাতার বিরুদ্ধে আদালতে উপস্থাপিত প্রমাণমূলক উপাদানগুলিতে প্রয়োগ করা, তারপরেও সুইটি আরও বেশি সন্দেহের দিকে ঝুঁকে যায়, এই মামলার সাথে জড়িত বিষয়টি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কথিত অপরাধটি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে বলে বলা হয়। উত্তরদাতা রাজ্যের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। সচেতনভাবে তিনি বিধিবদ্ধ বিধানগুলি লঙ্ঘন করে আদেশটি পাস করেছিলেন।

১৩)অভিযুক্ত আদেশে বিদ্বান বিচারিক বিচারক একটি 'সর্বজনীন পর্যবেক্ষণ করেছেন যে তাঁর পদক্ষেপ তাঁর উপর ফৌজদারি দায়বদ্ধতা জোরদার করে না এবং সাক্ষীদের বিবৃতি দেখায় না যে তিনি ফৌজদারি ষড়যন্ত্র করেছেন। যদিও কোনও সরাসরি প্রমাণ ছিল না, তবে বিদ্বান বিচারিক বিচারক' রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত পরিস্থিতিগত প্রমাণের মধ্যে উপস্থিত 'অপরাধমূলক উপাদানের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন। বিচারিক আদালতের কাছে সাক্ষ্য লঙ্ঘন ও মূল্যায়ন করার সীমিত ক্ষমতা অভিশংসিত আদেশে বিদ্বান বিচারিক বিচারক দ্বারা লঙ্ঘন করা হয়, তাই এই পুনর্বিবেচনার এখতিয়ারে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন।

৯)তদনুসারে, আপিলকারীকে অব্যাহতি দেওয়ার দায়রা বিচারকের আদেশ বাতিল করে আবেদনটির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

১০) আমরা শুনেছি শ্রী কপিল সিবাল, আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী। আমরা উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইঞ্জিবিদেরকে শুনেছি।

১১) শ্রী কপিল সিবাল, আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজঞ্জিব, নিম্নরূপ জমা দিয়েছেনঃ

ইজারাটি মূলত ১৯৬৬ সালে এ. এম. সি-র পক্ষে ছিল। এরপরে, ফার্মটি বহুবার পুনর্গঠন করা হয়েছিল। প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করা হয়েছিল পুনর্গঠনের বিষয়ে বিধিগুলির ৬২ নম্বর বিধির অধীনে বিভাগকে অবহিত করা হয়েছিল। বিধিগুলির ৩৭ নম্বর বিধিটি প্রয়োগ করা হয়নি। এটি এমন একটি মামলা যেখানে আপিলকারীর পদক্ষেপটি সঠিক ছিল। বিধি ৩৭ প্রযোজ্য হওয়ার ভিত্তিতে তিনি আরও জমা দেন, এটি এমন একটি মামলা নয় যেখানে আপিলকারীকে ফৌজদারি অপরাধের জন্য বিচার করা যেতে পারে। আপিলকারী অনুশীলনের ভিত্তিতে কাজ করেছিলেন। তিনি উপ-পরিচালকের (আইনী) সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।

১২)এমনও মামলা রয়েছে যে আপিলকারী ফার্মের নামে এমডিপি জারি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে অংশীদারদেরও পেমনিট জারি করা হবে না। রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা নথিভুক্তে অন্য কোনও উপাদান উপস্থাপন করা হয়নি। এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে কোনও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য 'উপাদান' রয়েছে।

১৩)এর বিপরীতে, বেঙ্গালুরুর সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের বিজ্ঞ আইনজীবী এই আদেশকে সমর্থন করেছিলেন। বিশেষত, চার্জ উইটনেস-সিডব্লিউ-২১-এর নির্দিষ্ট অবস্থানের উপর নির্ভরশীলতা রাখা হয়েছে যে আপিলকারী আপিলকারীর অবস্থানের বিপরীতে তার আইনি মতামত চাননি।

আইনী নীতিগুলি কোনও আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

১৪)এটি এমন একটি ক্ষেত্র যা মামলার আইনের একটি বড় অংশ দ্বারা আচ্ছাদিত। আমরা একটি সাম্প্রতিক রায় উল্লেখ করি যা পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করেছে, যেমন, পি. বিজয়ন বনাম কেরালা রাজ্য এবং আএকজন[২] "এবং নিম্নলিখিত নীতিগুলি বিবেচনা করেঃ

i) যদি দুটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব হয় এবং তাদের মধ্যে একটি কেবল গুরুতর সন্দেহ থেকে আলাদা হিসাবে সন্দেহের জন্ম দেয়, তবে বিচারের বিচারক অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা পাবেন।

ii) বিচারিক বিচারক রাষ্ট্রপক্ষের প্ররোচনায় অভিযোগ গঠনের জন্য নিছক ডাকঘর নয়।

iii) বিচারকের কেবল প্রমাণ অনুসন্ধান করতে হবে যাতে প্রক্রিয়াটির জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে কি না তা খুঁজে বের করা যায়। প্রমাণের মধ্যে পুলিশ কর্তৃক নথিভুক্ত করা বিবৃতি বা আদালতের সামনে উপস্থাপিত নথি থাকবে।

iv) রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণের জন্য যে প্রমাণ পেশ করার প্রস্তাব দিয়েছেন, তা যদি জেরা করার আগে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় বা প্রতিরক্ষা প্রমাণ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়, যদি থাকে, "অভিযুক্ত যে অপরাধ করেছে তা দেখাতে না পারে, তাহলে বিচারের জন্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকবে না।"

v) গুরুতর সন্দেহের জন্ম দেয় এমন উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য অভিযুক্তদের মতামত।

২) (২০১০) ২ এস. সি. সি ৩৯৮

vi) আদালতকে বিস্তৃত সম্ভাব্যতা, আদালতে উপস্থাপিত প্রমাণ এবং নথির মোট প্রভাব, মামলায় উপস্থিত যে কোনও মৌলিক দুর্বলতা ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। তবে, এটি আদালতকে এর উপকারিতা এবং কুফল সম্পর্কে একটি বিচলিত তদন্ত করার অধিকার দেবে না।

vii) অভিযোগ গঠনের সময়, নথিভুক্তে থাকা উপাদানের সম্ভাব্য মূল্য উল্লেখ করা যায় না এবং রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক নথিভুক্তে আনা উপাদানকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

viii) দৃঢ় সন্দেহকে বিনোদন দেওয়ার জন্য অবশ্যই কিছু উপকরণ থাকতে হবে যা অভিযোগ গঠনের এবং অভিযুক্তকে অব্যাহতি দিতে অস্বীকার করার ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

১৫) অভিযুক্তের প্রতিরক্ষার বিষয়টি সেই পর্যায়ে খতিয়ে দেখা হবে না যখন অভিযুক্ত 'সি.আর.পি.সি.'-এর ধারা ২২৭-এর অধীনে অব্যাহতি চায় (জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য বনাম সুদর্শন চক্কর এবং আরেকজন[৩] দেখুন)। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ২২৭-এ ব্যবহৃত অভিব্যক্তি, "মামলার নথিভুক্ত", নথি হিসাবে বোঝা উচিত এবং রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা উপস্থাপিত নিবন্ধগুলি, যদি থাকে, কোড অভিযুক্তকে অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে কোনও নথি উপস্থাপন করার কোনও অধিকার দেয় না।অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে, অভিযুক্তদের জমা দেওয়ার বিষয়টি পুলিশ কর্তৃক উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে (উড়িষ্যা রাজ্য বনাম দেবেন্দ্র নাথ পাধি[৪] দেখুন)।

মামলার বিশ্লেষণ

১৬) উপরোক্ত আইনী নীতিগুলি নির্ধারণ করার পরে, আসুন আমরা এই বিষয়টি বিবেচনা করিঃ

নিঃসন্দেহে, আপিলকারীকে ০৯.০৬.২০০৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কর্ণাটক রাজ্যের খনি ও ভূতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি ২৫.১০.২০১০ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। খনির ইজারা নং ৬২৫ ০২.০৩.১৯৬৬ তারিখে গভর্নর এবং একটি নিবন্ধিত সংস্থা এএমসির মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। ব্যবস্থাপনা অংশীদার ছিলেন একজন শ্রী জালি মহাদেবপ্পা। এএমসির অংশীদার, যেমন শ্রী কে.এম. পার্বত্তম্মা এবং শ্রী কে.এম. বিশ্বনাথ ২৬.১২.২০০৯ তারিখে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এটি নিম্নরূপ:

৩)এ.আই.আর. ১৯৯৫ এস.সি. ১৯৫৪

৪)এ.আই.আর ২০০৫ এস.সি. ৩৫৯

পরিচালক
খনি ও ভূতত্ত্ব
খনিজা ভবন
রেস কোর্স রোড
ব্যাঙ্গালোর।

বিষয়ঃ অ্যাসোসিয়েটেড মাইনিং কোম্পানির গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন এমএল নং ২৪৩৪-রেজি.

মহাশয়,

আমরা অধস্তন স্বাক্ষরকারী বেল্লারি জেলার সান্দুর তালুকের ভেঙ্কটগিরি গ্রামে গুরু লৌহ আকরিক খনির অ্যাসোসিয়েটেড মাইনিং কোম্পানির লিজ মালিক, যার এমএল নং ২৪৩৪ (পুরানো ৬২৫) রয়েছে।

উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য আমরা ৩১শে জুলাই, ২০০৯ তারিখে বেল্লারির ১২৩/৩৫০ বীরবাগৌড়া কলোনির শ্রী জি. জনার্দন রেড্ডি এবং শ্রীমতী জি. লক্ষ্মী অরুণাকে অংশীদার হিসেবে ভর্তি করেছিলাম। পরবর্তীতে ১লা আগস্ট, ২০০৯ তারিখে শ্রীমতী কে.এম. পার্বত্তম্মা এবং শ্রী কে.এম. বিশ্বনাথ অবসর গ্রহণ করেন।

শ্রী জি. জনার্দন রেড্ডি এবং শ্রীমতী জি. লক্ষ্মী অরুণা খনিটির একমাত্র জেড অংশীদার। প্রবেশ এবং অবসর দলিলটি আপনার পর্যালোচনার জন্য এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি আপনার সদয় তথ্যের জন্য।

দয়া করে খনি থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে আকরিক পরিবহনের অনুমতি দিন।

ধন্যবাদ,
আপনার বিশ্বস্ত,
এসডি/-
শ্রীমতী কে. পর্বতাম্মা'
এসডি/-
শ্রী কে. এম. বিশ্বনাথ "

১৭) আপিলকারীকে যে ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, তা মূলত এই চিঠি দিয়ে শুরু হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের মামলা হল যে, বিধির ৩৭ নম্বর বিধি অনুসারে, ফার্ম পুনর্গঠনের আগে আপিলকারীর উপর রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। চার্জ উইটনেস-সিডব্লিউ২৪-ডি। হনুমন্ত নিঃসন্দেহে বিবৃতি দিয়েছেন যে উপরোক্ত চিঠিটি প্রক্রিয়া করার জন্য তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন যে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে আইনি মতামত নেওয়া যেতে পারে। অবশেষে, এটি অতিরিক্ত পরিচালকের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। অতিরিক্ত পরিচালক আইনি মতামত পাওয়ার প্রয়োজনীয়তারও সুপারিশ করেছিলেন। বিষয়টি আপিলকারীর সামনে (০৪.০১.২০১০-এ এসেছিল। ০৪.০১.২০১০-এ, মনে হয় যে আপিলকারী আদেশ দিয়েছেনঃ

"…. ডেপুটি ডিরেক্টর (আইন)-এর সঙ্গে কথা বলে, কোম্পানিটি একই থাকে, যদিও অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত বা অপসারণ করা হয়েছে, এবং এটি তাদের আইন বোর্ডের কাছে যাওয়ার কথা। বর্তমান ক্ষেত্রে, অংশীদাররা তাদের নামে এমডিপি (মিনারেল ডিসপ্যাচ পারমিট) চাইছে না, বরং কোম্পানির নামে চাইছে। অনুমতি শুধুমাত্র কোম্পানির নামে জারি করা যেতে পারে, যেমন, এএমসি যেখানে শুধুমাত্র একই কোম্পানিকে ইজারাও মঞ্জুর করা হয়। অংশীদাররা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু আপনি অংশীদারদের এমডিপি জারি করতে যাচ্ছেন না। তাই ডিডি হসপেটকে জানান যে এমডিপি শুধুমাত্র কোম্পানির নামে জারি করা যেতে পারে"....."

১৮) অতিরিক্ত পরিচালকও একইভাবে কথা বলেছেন।

১৯) রাষ্ট্রপক্ষের মামলা, যা হাইকোর্টে আপিল করেছে, মূলত এই সত্যের উপর ভিত্তি করে যে, একদিকে আপিলকারী তার ০৪.০১.২০১০ (খসড়া) তারিখের আদেশে, যা ০৫.০১.২০১০-এ চূড়ান্ত করা হয়েছিল, ডেপুটি ডিরেক্টর (আইন)-এর সঙ্গে কথা বলে আইনি মতামত নেওয়ার কথা বলেছেন, ডেপুটি ডিরেক্টর (আইন) এই অবস্থান নিয়েছেন যে তিনি এ জাতীয় কোনও মতামত দেননি। ডেপুটি ডিরেক্টর (আইন)-এর বিবৃতি আপিলকারী দ্বারা ২০০৯ সালের ফৌজদারি বিবিধ পিটিশন নং ১২২০০৯ সহ উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেনঃ

"তবে, এই বিষয়ে আমার কাছ থেকে কোনও মতামত চাওয়া হয়নি।" তিনি আরও বলেছেন যে যেহেতু ২৬.১২.২০০৯ তারিখের চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছে যে পুরো ইজারা হোল্ডিং অধিকার প্রথম এবং দ্বিতীয় অভিযুক্তের পক্ষে স্থানান্তরিত হয়েছিল, এটি বিধির ৩৭ নং বিধির পরিপন্থী। তবে, ৩৭ নং বিধির বিধানগুলি উপেক্ষা করে, ডেপুটি ডিরেক্টরকে কোম্পানির নামে এমডিপি জারি করার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। তবে, তিনি আরও বলেছেন যে এএমসি একটি সংস্থা নয়। তিনি আরও বলেন যে, যদি ইজারাদারের অধিকারে কোনও পরিবর্তন না হয়, তাহলে অন্য কেউ ইজারা অধিকারের উপর অধিকার পাবে।

উক্ত আইনটি বিধির ৩৭ নং বিধির বিধানগুলিকে আকর্ষণ করবে। তিনি আরও বলেছেন যে যদিও মাইনিং লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে ০১.০৩.১৯৯৬-এ একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল ২৯.০৭.১৯৯৪ তারিখে, তবে বন বিভাগ অনুমতি দেওয়ার পর থেকে মন্ত্রী ২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত লিজ পুনর্নবীকরণ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে ০২.০৩.১৯৯৬ থেকে দশ বছরের জন্য লিজ পুনর্নবীকরণ করা উচিত ছিল।

২০)১৯৬০ সালে প্রণীত বিধিমালার ৩৭ নম্বর বিধি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বিধি ৩৭-এ অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নরূপ লেখা আছে:

৩৭) ইজারা হস্তান্তরঃ-(১) ইজারা গ্রহীতা, রাজ্য সরকারের লিখিত পূর্ব সম্মতি ব্যতীত এবং খনির ক্ষেত্রে, আইনের প্রথম তফসিলের অংশ 'ক' ও অংশ 'খ'-তে নির্দিষ্ট কোনও খনিজ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত ইজারা গ্রহণ করবেন না।

(ক) বরাদ্দ, সাবলেট, বন্ধক, বা অন্য কোনও পদ্ধতিতে, খনির ইজারা বা তার মধ্যে কোনও অধিকার, শিরোনাম বা সুদ স্থানান্তর করুন, বা

(খ) এমন কোনও সঠিক ব্যবস্থা, চুক্তি বা বোঝাপড়া করুন যার মাধ্যমে ইজারা গ্রহীতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থায়ন করবেন বা করতে পারেন, বা যার অধীনে ইজারা গ্রহীতা ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা ইজারা গ্রহীতার ক্রিয়াকলাপ বা উদ্যোগগুলি যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হবে বা হতে পারে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২১) বিচারিক আদালত বিভাগের রায়ের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করেছে শ্রী রামকৃষ্ণ মাইনিং কোম্পানির (উপরে) মহীশূর হাইকোর্টের বেঞ্চ। প্রকৃতপক্ষে, উক্ত মামলায় আদালত, -এর ৩৭ নং বিধি বিবেচনা করেছে।১৯৪৯ সালের খনিজ ছাড় বিধি, যা নিম্নরূপঃ

৩৭) ইজারা হস্তান্তরঃ-ইজারা গ্রহীতা রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে এবং শর্ত সাপেক্ষে বিধি ৩৫-এর প্রথম বিধানে এবং বিধি ৩৮-এ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, রাজ্য সরকারকে .১০০ টাকা ফি প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদনের শংসাপত্র ধারণকারী কোনও ব্যক্তির কাছে তার ইজারা বা কোনও অধিকার, শিরোনাম বা সুদ হস্তান্তর করুন।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২২) এটা স্পষ্ট যে ১৯৬০ সালের আগে প্রাপ্ত বিধান, যখন বিধিগুলি তৈরি করা হয়েছিল, তা ভিন্ন ছিল।

২৩) উপরোক্ত মামলায়, ১৯২২ সালের আয়কর আইনের ৬৬ ধারার অধীনে একটি রেফারেন্সে প্রশ্নটির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সিদ্ধান্তের জন্য যে প্রশ্নগুলি পড়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল লিজ হস্তান্তরের জন্য বিধি ৩৭-এর অধীনে সরকারের কোনও পূর্ব অনুমোদন না থাকার প্রভাব। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে শ্রী রামকৃষ্ণ মাইনিং কোম্পানির (উপরে) আদালত, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ আদেশ করেছেঃ

"৩৭তম বিধি, যা এর ভাষা থেকে দেখা যায়, তা আমাদের আগের মতো অংশীদারিত্ব গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং এর মূল উদ্দেশ্য হল বিধিগুলির বিধানগুলির অধীনে প্রদত্ত ইজারা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা। এটি একটি সক্ষম বিধানের প্রকৃতির যা ইজারা গ্রহীতার দ্বারা অনুমোদনের শংসাপত্রযুক্ত ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরের অনুমোদন দেয় এবং নির্দেশ দেয় যে এই ধরনের স্থানান্তর অন্যান্য শর্ত সাপেক্ষে সরকারের পূর্বের অনুমোদনের সাথে করা যেতে পারে যার সাথে আমরা গর্ভধারণ করি না।একটি বিধিবদ্ধ বিধানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে যার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আইনের কার্যকারিতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং যা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে তার কার্যকারিতা সক্ষম করে। যদিও পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে, এই সিদ্ধান্তে আসতে কোনও অসুবিধা হবে না যদি এটি সম্পর্কে অন্য কিছু বলা না যায় যে আইনটির কার্যকারিতার বিরুদ্ধে পরম নিষেধাজ্ঞা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ, বিষয়টি যদি দ্বিতীয় বিভাগের মধ্যে পড়ে তবে একই কথা বলা যায় না। এখন ৩৭ তম বিধিটি স্পষ্ট শর্তে, স্থানান্তর নিষিদ্ধ করে না তবে সরকারের পূর্বের অনুমোদনের সাথে এবং অন্যান্য শর্ত সাপেক্ষে স্থানান্তরের অনুমোদন দেয়।"

২৪) বিধি ৩৭-এর বিধানগুলি, যা এই মামলার নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করবে, যেমনটি ২০০৯ সালে প্রাপ্ত হয়েছিল। এছাড়াও এটি যুক্তিযুক্ত হতে পারে না যে স্ট্যাম্প আইনের অধীনে প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলি বিধিগুলির বিধি (৩৭)-এর পরিধি বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে। কোনও সন্দেহ নেই, আপিলকারীর পক্ষে একটি মামলা রয়েছে যে ফার্ম-এএমসি সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি পুনর্গঠন হয়েছিল এবং কোনও ক্ষেত্রেই এটি বিধি ৩৭-এর লঙ্ঘন সম্পর্কিত একটি বিষয় ছিল না, উত্থাপিত হয়েছিল। আপিলকারী যা করেছিলেন তা হল, তিনি বিভাগে প্রাপ্ত অনুশীলন অনুসারে কাজ করেছিলেন।আপিলকারীর পক্ষে মামলা রয়েছে যে, এই বিষয়ে ৩৭ নং বিধিটি অতিরিক্ত পরিচালক বা এসডিএ দ্বারা স্পষ্টভাবে আহ্বান করা হয়নি।

২৫)এখানেই আবার প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে যে আমরা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২২৭ ধারার অধীনে এখতিয়ারের রূপরেখা সম্পর্কে নিজেদের স্মরণ করিয়ে দিই। প্রতিষ্ঠিত নীতিটি হল মৌখিক বিবৃতি এবং ডকুমেন্টারি উপাদান উভয় আকারে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা উপস্থাপিত উপকরণগুলি গ্রহণ করা, এবং এটি জেরা এবং রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে ধরে নেওয়া সমস্ত কিছুর মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদের শিকার না হয়ে এটির উপর কাজ করা, যদি এমন কোনও পরিস্থিতি দেখা দেয় যেখানে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসাবে কোনও অপরাধ করা হয় না, তবে এটি নিঃসন্দেহে অভিযুক্তদের সুবিধা প্রদান করবে যে বিচার আদলতকে অভিযুক্তদের অব্যাহতি দেওয়ার জন্য ওয়ারেন্ট দেয়।

২৬) অভিযুক্তের পক্ষে প্রতিরক্ষার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করা এবং তাকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য আদালতকে প্ররোচিত করা উন্মুক্ত নয়।

২৭)যাইহোক, "যে উপাদানগুলির ভিত্তিতে আদালতের মনে গুরুতর সন্দেহ জেগে ওঠে" অভিব্যক্তিটির অর্থ কী, যা ব্যাখ্যা করা হয় না? অভিযুক্ত কি কেবল রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা উপস্থাপিত উপকরণগুলির প্রসঙ্গে উপাদানটি ব্যাখ্যা করতে পারে? অভিযুক্ত ব্যক্তি কি মঞ্চে যে তথ্য উপস্থাপন করতে চান তার উপর নির্ভর করতে পারেন?

২৮)এই আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করতে পারে, এটি অবশ্যই বুঝতে হবে যে, গুরুতর সন্দেহ, যদি এটি বিষয়বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে কেবল রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপলব্ধ উপকরণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা উচিত। সন্দেহ নেই, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য আদালতকে প্ররোচিত করার জন্য মামলার বিস্তৃত সম্ভাবনার কাছে আবেদন করতে পারে।

২৯)এই ক্ষেত্রে, যেমনটি ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে, আপিলকারীর কার্যালয়ে কর্মরত অধস্তনদের দেওয়া বিবৃতি অনুসারে, এএমসি-র পূর্ববর্তী অংশীদারদের তারিখের চিঠি পাওয়ার পরে, অতিরিক্ত পরিচালক সহ তাঁর দুই অধস্তন, সুপারিশ করেছিলেন যে 'এই বিষয়ে একটি আইনি মতামত প্রয়োজন। আপিলকারীর দ্বারা করা নোটিং, যা এই ক্ষেত্রে অবিসংবাদিত, মনে হবে যে তিনি উপ-পরিচালকের (আইনী) সাথে কথা বলেছেন। রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি মূলত উপ-পরিচালকের (আইনী) বিবৃতির উপর নির্ভর করে যিনি একটি নির্দিষ্ট অবস্থান নেন যে তাঁর কাছ থেকে কোনও মতামত চাওয়া হয়নি।অতএব, বিধিগুলির ৩৭ নং বিধির অধীনে একটি বিষয়, যা রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুসারে, পূর্ব অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে যাওয়া উচিত ছিল, খনি পরিচালক হিসাবে আপিলকারী দ্বারা মোকাবিলা করা হয়েছিল। এর ফলে এম. ডি. পি-র সমস্যা দেখা দেয়। নিঃসন্দেহে, এটা সত্য যে আপিলকারীকে অন্যান্য বিভিন্ন কাজ এবং ভুলের সাথে যুক্ত করার মতো অন্য কোনও উপাদান নাও থাকতে পারে যা

প্রথম অভিযুক্ত, বিশেষ করে পঞ্চম অভিযুক্ত এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে, সত্যটি রয়ে গেছে, যদি আপিলকারীর প্রতিরক্ষার দিকে নজর না দেওয়া হয়, যার মধ্যে অতীতে যখনই ফার্মটি পুনর্গঠন করা হয়েছিল তখন প্রাপ্ত অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং আপিলকারীর সংস্করণ যে তিনি আসলে উপ-পরিচালক (আইনী) এর সাথে কথা বলেছিলেন এবং তাঁর পরামর্শে কাজ করেছিলেন এবং আরও যে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হবে যদি উপ-পরিচালককে (আইনী) তার উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তবে সেগুলি এমন বিষয় বলে মনে হবে যা আপিলকারীর কাছে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ২২৭ এর অধীনে আবেদন বিবেচনা করার জন্য আদালতে চাপ দেওয়ার জন্য উপলব্ধ নাও হতে পারে।

৩০) এটি আমাদের আলোচনার ফলাফল হওয়ায়, অনিবার্য পরিণতি হল যে আমরা এই ধরে নিতে রাজি নই যে হাইকোর্ট যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে তাতে ভুল ছিল। ফলস্বরূপ, আপিলটি ব্যর্থ হয় এবং এটি খারিজ হয়ে যায়। তবে, আমরা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে আমাদের দ্বারা করা পর্যবেক্ষণগুলি সি.আর.পি.সি.-এর ধারা ২২৭-এর অধীনে আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এবং তারা আদালতকে পদদলিত করবে না।

অঙ্কিত জ্ঞান **আপিল খারিজ করা হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal